চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২৪ অক্টোবর ২০২২ খ্রি.

গৃহকর নিয়ে কাউন্সিলরদের সাথে আলোচনা সভায় মেয়র

কর আদায়কারিদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগগুলো আমলে নেওয়া হচ্ছে
তদন্ত সাপেক্ষে অপরাধিদের বিরুদ্ধে চাকুরি চ্যুতিসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন-আমরা নগরবাসীর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তাই নগবাসীর কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। কোন বিষয় নিয়ে নাগরিকদের সাথে আমদের দূরত্ব কাম্য হতে পারেনা। কিছু স্বার্থান্বেষী মহল গৃহকর নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। আমি বার-বার বলছি ২০১৭-২০১৮ সালে গৃহকর মূল্যায়নে ব্যাপক অসংগতি হয়েছে। সেই অসংগতি আপিলের মাধ্যমে সংশোধন করা যাবে। ইতোমধ্যে অনেক নাগরিক আপলি করেছেন তাদের কর সহনীয় পর্যায়ে ধার্য্য করা হয়েছে এবং তারাও সন্তুষ্ট হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক ভাবে বলতে হচ্ছে কিছু লোক হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে সিটি কর্পোরেশন ও নাগরিকদের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছেন। আজ সোমবার সকালে নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে সিটি কর্পোরেশনের ৬ষ্ঠ নির্বাচিত পরিষদের কাউন্সিলরদের সাথে গৃহকর বিষয়ে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে সিটি মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেমের সঞ্চালনায় এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। আরো বক্তব্য রাখেন-প্যানেল মেয়র মো. গিয়াস উদ্দিন, আফরোজা কালাম, কাউন্সিলর জহুরুল আলম জসিম, মো. মোবারক আলী, ড. নিছার উদ্দিন আহমদ মঞ্জু, মো. শহিদুল আলম, অধ্যাপক মো. ইসমাইল, নাজমুল হক ডিউক, গোলাম মোহাম্মদ জোবায়ের, সলিমুল্লাহ বাচ্চু, আবুল হাসনাত মো. বেলাল, মো.ইলিয়াছ, শৈবাল দাশ সুমন, সচিব খালেদ মাহমুদ।

উপস্থিত ছিলেন-হাজী নুরুল হক, ছালেহ আহমদ চৌধুরী, আবদুল বারেক, আবদুল মান্নান, জহর লাল হাজারী, কাজী নুরুল আমিন, হাসান মুরাদ বিপ্লব, পুলক খাস্তগীর, আবদুস সালাম মাসুম, আশরাফুল আলম,আতাউল্লাহ চৌধুরী, মোর্শেদ আলী, মো. এসরারুল হক, মো. শফিকুল ইসলাম, নুর মোস্তফা টিনু, সংরক্ষিত কাউন্সিলর লুৎফুন নেছা দোভাস বেবী, স্থপতি আবদুল্লাহ আল ওমর প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধি হলেও সরকারের আইন মেনেই আমাদের চলতে হয়। আমাদের আইনের বাইরে যাওয়ার পথ রুদ্ধ। আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে ঘর ভাড়ার উপর কর নির্ধারন করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, আয়তনের উপর গৃহকর নির্ধারণ করার আইনগত ভিত্তি নেই। কর আদায় কারিদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগগুলো আমলে নেওয়া হচ্ছে। তদন্ত সাপেক্ষে অপরাধিদের বিরুদ্ধে অবশ্যই চাকুরি চ্যুতিসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি বলেন, ৬টি কর অঞ্চলে পাশাপাশি এখন থেকে ৪১টি ওয়ার্ড কার্যালয়ে কাউন্সিলরদের উপস্থিতিতে আপীল বোর্ডের কার্যক্রম নিস্পত্তি করা হবে। ওয়ার্ড কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কার্যক্রম শুরুর দুই দিন পূর্বে এলাকায় মাইকিং ও পেপারে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সকলকে অবহিত করা হবে। নাগরিকগণ নিজ ওয়ার্ডে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করবেন এবং কাউন্সিলরগন তাদের বক্তব্য শুনে অসংগতি দূর করে যুক্তিসংগত ও সহনীয় পর্যায়ে কর ধার্য্যের সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। তিনি গৃহকর নিয়ে নগরবাসীর সাথে সিটি কর্পোরেশনের ভূল বুঝাবুঝির অবসান হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি-২)

ঘুর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায়
চসিকের জরুরী কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং সম্পর্কিত যে কোন তথ্য ও নগরবাসীকে জরুরী সেবা দিতে ও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষনের জন্য সার্বক্ষণিক কন্ট্রোল রুম খুলেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর নির্দেশে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে দামপাড়াস্থ কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এর সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন ও কন্ট্রোল রুমের তদারকী করছেন। এছাড়াও দূর্যোগ পরবর্তী সময়ে আশ্রয়ের জন্য উপকুলীয়

এলাকায় ৭৪ টি সাইক্লোন শেল্টার ও চসিক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত রাখার জন্য সংলিষ্ট প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আজ সোমবার সকালে টাইগারপাসস্থ নগর ভবনে সম্মলেন কক্ষে ঘুর্ণিঝড় মোকাবিলায় প্রস্তুতি সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সিটি মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেমের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্যে রাখেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহিদুল আলম, প্যানেল মেয়র গিয়াস উদ্দিন, আফরোজা কালাম, কাউন্সিল জহুরুল আলম জসিম, মোবারক আলী, মো. শহিদুল আলম, ড. নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু, অধ্যাপক মো. ইসমাইল. গোলাম মোহাম্মদ জোবায়ের, আবুল হাসনাত মো. বেলাল, মো. ইলিয়াছ, হাসান মুরাদ বিপ্লব, নাজমুল হক ডিউক, শৈবাল দাশ সুমন। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর-ছালেহ আহমদ চৌধুরী, আবদুল বারেক, হাজী নুরুল হক, আশারফুল আলম, আবদুস সালাম মাসুম, আতাউল্লা চৌধুরী, মোরশেদ আলী, এসরারুল হক, মো. শফিকুল ইসলাম, নুর মোস্তফা টিনু, সংরক্ষিত কাউন্সিলর লুৎফুন্নেছা দোভাস বেবী, সচিব খালেদ মাহমুদসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

মেয়র নগরবাসীকে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং সম্পর্কিত যেকোন তথ্য ও সহযোগিতার প্রয়োজনে কন্ট্রোল রুমের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানান। দামপাড়াস্থ কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ নম্বর : ০২৪১৩৬০২৬৭ ও ০১৭১৭১১৭৯১৩। তিনি বলেন, দূর্যোগপূর্ণ মুহুর্তে উপকুল বাসিকে নিরাপদে সরিয়ে আনতে পর্যাপ্ত পরিবহণ ও রেড-ক্রিসেন্টের সদস্যসহ সেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এছাড়াও উপকূলীয় ওয়ার্ড ও ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ি এলাকা সংলগ্ন ওয়ার্ড সমুহের জনগণকে নিরাপদে আশ্রয় কেন্দ্রে সরে আসার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, দূর্যোগ পরবর্তী সময়ের জন্য শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি, চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য মেডিকেল টিম,ওষুধ ও জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদানে গঠিত মেডিকেল টিমের যোগাযোগ নম্বার : ০১৮১৭ ৭০৬০৫৫ এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে পুনঃসংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে মোবাইল নম্বর : ০১৯১২ ৩৪২১৪৪ যোগাযোগ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। এছাড়াও সড়ক ও অলিগলি পরিস্কারের জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মীদের প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বিকালে মেয়র পতেঙ্গা দূর্যোগপূর্ণ এলাকা পরিদশনে যান এবং এলাকাবাসীকে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে সরে আসার আহ্বান জানান।

এছাড়া মেয়র মো. রেজাউর করিম চৌধুরী নগরীতে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এডিস মশা নিধনের জন্য ওষুধ ছিটানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি নগরবাসীকে বাড়ির আঙ্গিনা, ছাদ বাগান, এয়ার কন্ডিশনের ট্রে, পানির ড্রাম, ফুলের টবসহ পানি জমে থাকা যাবতীয় সামগ্রী প্রতিদিন পরিস্কারের অনুরোধ জানান। যেসব এলাকায় ডেঙ্গু রোগের প্রাদূর্ভাব দেখা দিবে সেসব এলাকায় কাউন্সিলরদের অবহিত করার আহ্বান জানান।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত

এডিস মশার বংশ বিস্তার রোধে পরিচালিত অভিযানে ৫ ব্যক্তিকে ৬৪ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী পরিচালিত অভিযানে নগরীর পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা ও কাতালগঞ্জ আবাসিক এলাকায় ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে এডিস মশার উৎসস্থল বিভিন্ন বাসা বাড়ীর ছাদ বাগান ও নির্মানাধীন ভবন পরিদর্শন করা হয় এবং মশার ঔষধ ছিটানো হয়। জনসাধারণকে এডিস মশা জন্মস্থান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে সচেতন করা হয়। এ সময় কাতালগঞ্জ আবাসিক এলাকার দুইটি নির্মাণাধীন ভবনের নীচে এডিস মশার লার্ভা পাওয়ায় ভবন মালিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৩৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে অংশ নেন সিটি মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেম।

স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন পরিচালিত নগরীর সাগরিকা রোড এলাকায় পরিচালিত ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন বাড়ী ও নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শন করা হয়। এই সময় তিনটি নির্মাণাধীন ভবনের নীচে এডিস মশা বংশ বিস্তারে জমাটবদ্ধ পানির উৎস পাওয়ায় ভবন মালিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা প্রদান করেন সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩